জাতীয় সমাজসেবা দিবস - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, রবিবার, ১৯ পৌষ ১৪১৭, ০২ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

কূটনীতিকবৃন্দ,

শিশু পরিবার এবং প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের বন্ধুরা,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

শিশু পরিবার এবং প্রতিবন্ধী বন্ধুরা এখানে উপস্থিত হয়েছো, তোমাদের জন্য রইল আমার অশেষ স্নেহ ও ভালবাসা।

তোমাদের কথা ভেবেই ১৯৯৭ সালে আমরা দায়িত্ব পালনকালে ২রা জানুয়ারিকে জাতীয় সমাজসেবা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম।

স্বাধীনতার অনতি পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সময়েই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অবহেলিত, পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসর দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় দেশে স্থাপন করেন ১০টি শিশু অভ্যর্থনা কেন্দ্র। ১৯৭২ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু সরকার আন্তর্জাতিক এসওএস শিশুপল্লীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরফলে আন্তর্জাতিক এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে। পাশাপাশি শিশুদের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বার খুলে যায়।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রণয়ন করেন শিশু আইন ১৯৭৪। আমরা বর্তমানে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ আইনটি আরও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নিয়েছি।

ভবঘুরে ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১০ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুদমুক্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। দেশের তৎকালীন ১৯টি জেলার ১৯টি থানায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রিয় সুধী,

গত মেয়াদে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলাম। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়।

এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। আমরা বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২৪ লাখ ৭৫ হাজার করেছি। বয়স্ক ভাতার হার ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

আমাদের সরকার ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে পুনর্বাসনের লক্ষ্য সামনে রেখে কার্যক্রম চালু রেখেছে। শিশু চুরি করে অঙ্গহানি ঘটিয়ে ভিক্ষায় নিয়োজিত করায় জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযানও পরিচালিত হচ্ছে। একইভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে দেড় লাখ এবং ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯ লাখ ২০ হাজার করা হয়েছে। ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০

টাকা করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৮৬ হাজার এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিভোগীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৬ শত ২০ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এসব ভাতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৮ লাখ ৪৯ হাজার ৬২০ জন। চলতি অর্থবছর ভাতা খাতে প্রায় ১ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবর্তন করেন সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম। বর্তমানে তারই ধারাবাহিকতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য আমরাই ২০০১ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করি। সকল নাগরিকের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে ‘‘জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করি।

দেশের অসহায় ও দুঃস্থ বৃদ্ধদের নিরাপদ আবাসনের জন্য তৎকালীন ৬টি বিভাগে ৬টি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে জোট সরকার বৃদ্ধাশ্রমগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। দুঃস্থ অসহায় বৃদ্ধদের কল্যাণে আমরা পুনরায় এগুলো চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য ঢাকায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স স্থাপন করা হবে। দেশের সকল বিভাগীয় শহরে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করা হবে।

ইতোমধ্যে সাভারে শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুর নার্সিং এর জন্য সেখানে নার্সিং স্কুল স্থাপন করে নার্সদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ১৫৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গত বছর প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা ঢাকায় একটি হোস্টেলের উদ্বোধন করেছি। অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং জেলা পর্যায়েও এ ধরনের হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

দুস্থ ভাতাপ্রাপ্ত প্রত্যেকের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ভাতাভোগীদের সরাসরি ব্যাংক হিসাবে ভাতা চলে যাবে। এতে কোন প্রকার লেভি কেটে রাখা বন্ধ হবে।

সম্মানিত সুধী,

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক মানুষের মতই কার্যক্ষম করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এমন সব শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অংশ নিতে পারছেন, যেখানে আগে তাঁদের কোন সুযোগই ছিল না।

তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে এখন দেখা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এটা তাঁদেরকে সমাজে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে হবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী করে তথ্যপ্রযুক্তি তৈরি করা হবে। সেগুলো তাদের জন্য সহজলভ্য করতে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

সুধিবৃন্দ,

আমরা জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে না পারলে আমরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারব না।

সেজন্য আমরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ সকলক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।

২ বছর আগে আমরা যখন দায়িত্ব নেই, তখন দেশের অবস্থা কী ছিল আপনারা তা সবাই জানেন।

আমাদের সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। যারফলে আমাদের অনেক কাজের ফল পেতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

একটা বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করতে ৩-৪ বছর লাগে। বিএনপি-জামাত জোট সরকার তাদের ৫ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেনি।

তাদের ব্যর্থতার মাসুল দিতে হচ্ছে জনগণকে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি দ্রুত বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে। এজন্য আমরা কুইক রেন্টাল, রেন্টাল স্কীমের আওতায় বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছি।

ইতোমধ্যে ১০২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। আরও ১০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যাদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত। এ বছর আরও ২ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা কৃষি উৎপাদন ও গ্রামীণ উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সারের দাম তিন-দফা কমানো হয়েছে। এক কোটি ৮২ লাখ কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকেরা এখন ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারেন। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। দেশে এবার ৩ কোটি ২৩ লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে।

বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আমরা শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেতন স্কেল দেওয়া হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রিয় সুধী,

সমাজসেবা অধিদফতরে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শিক্ষার প্রসারে প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ নাগরিক পরিসেবার সকল কার্যক্রম ভবিষ্যতে আমরা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দেব। কেবলমাত্র কেন্দ্র থেকে মনিটরিং-এর মাধ্যমে সেবা কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রাখা হবে।

সমাজসেবা কার্যক্রমে অবদান রাখার জন্য আজ যাঁরা পদক পেলেন আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা চাই একটি আধুনিক, সমৃদ্ধ দেশ। সকলের সহযোগিতায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পারব। যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতার অভিশাপ থাকবে না। আমরা বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....